প্রথম আলো

তারিখ 6 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চাটমোহরে পুরানো প্রশ্নপত্রে জেএসসি পরীক্ষা, তদন্ত শুরু

■ চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা

পাবনা চাটমোহর আরসিএন এন্ড বিএসএন হাইস্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে জেএসসি পরীক্ষায় ২০১১ সালের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করার ঘটনায় গতকাল সোমবার পাবনা জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পক্ষে উপ-পরিচালক আকবর হোসেন, উপ-পরীক্ষক হোসনেয়ারা আরজু ও প্রোগ্রামার শামীম আল আমিন তদন্ত কাজে চাটমোহরে আসেন। কর্মকর্তারা পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব, পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকমণ্ডলী, অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন।

তদন্তকালে অভিযুক্ত কেন্দ্র সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিজেদের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। এ ব্যাপারে পাবনা জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

এ ঘটনায় প্রাক্তন ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রবিবার বাংলা ১ম পত্র পরীক্ষায় চাটমোহর আরসিএন এন্ড বিএসএন হাইস্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হলে কেন্দ্রের ৩টি কক্ষে কেন্দ্র সচিবের উপস্থিতিতে শতাধিক পরীক্ষার্থীদের মাঝে ২০১১ সালের প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়। শিশু পরীক্ষার্থীরা সেই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেয়া শুরু করে। বিষয়টি প্রায় এক ঘণ্টা পর জানাজানি হলে কেন্দ্র সচিব ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসএম আঃ জব্বার অন্য শিক্ষকদের সহায়তায় ২টি কক্ষ থেকে ২০১১ সালের প্রশ্নপত্র তুলে নিয়ে পুনরায় ২০১২ সালের প্রশ্নপত্র বিতরণ করে পরীক্ষার্থীদের। পরীক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ করলেও কোন কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা নতুন প্রশ্নপত্রে ২ ঘণ্টা পরীক্ষা দেয়। প্রায় ২ ঘণ্টা পর জানা যায় কেন্দ্রের ১৫ নম্বর কক্ষে ২০১১ সালের প্রশ্নপত্র দেয়া হয়েছে। তাদের ২০১১ সালের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন কেন্দ্র সচিব। এই কক্ষে ৪২ জন পরীক্ষার্থী ছিলো। এ ঘটনায় চাটমোহরের অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

উল্লাপাড়ায় জেএসসি পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নপত্র

■ উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা

কেন্দ্র সচিব ও ডেন্যা কর্মকর্তার দায়িত্বহীনতায় রাজশাহী বোর্ডের জেএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে উল্লাপাড়ায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ২০১১ সালের পুরাতন সিলেবাস অনুযায়ী দেড় ঘণ্টা পরীক্ষার নেয়ার পর প্রশ্নপত্র বদলিয়ে ২০১২ সালের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটেছে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুল ডেন্যাতে। এ কারণে ওই ডেন্যাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পাগলা বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ফলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বড়হর উচ্চ বিদ্যালয় ও কড়ড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শতাধিক নিয়মিত শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন ব্যর্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

ডেন্যার কর্মকর্তা মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রকিবুল ইসলাম কক্ষ পরিদর্শকের নিকট ভুলক্রমে নতুন সিলেবাসের পরিবর্তে পুরাতন সিলেবাসের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেন। তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ধরনের ভুলের জন্য পরীক্ষার্থীদের যাতে করে কোন সমস্যা না হয় তার জন্য পরীক্ষার কক্ষেই প্রয়োজনীয় বাড়তি সময় দিয়ে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এ বছর উল্লাপাড়া পৌরশহরের ২টি কেন্দ্রে ৩ হাজার ৮ শ' ৪৭ জন জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।